রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

সার্কুলার লেটার নং- ০১/২০০৮ তারিখ ঃ ০৪-০৬-২০০৮ ইং

সকল জোনাল ব্যবস্থাপক
উপ-মহাব্যবস্থাপক (এলপিও রাজশাহী)
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

বিষয় ঃ ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৃষি ভিত্তিক শিল্পে সহায়তা প্রদানের জন্য বরাদ্দকৃত ২০.০০ কোটি টাকা তহবিল ব্যবহারের নীতিমালা।

প্রিয় মহোদয়,

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক শিল্পের অবদান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে ইহা কাঙ্খিত পর্যায়ের না হওয়ায় অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অনুকুলে ২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিচালন সংক্রান্ত নীতিমালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) কর্মসূচীর নাম ঃ কৃষি ভিত্তিক শিল্পের জন্য সহায়তা তহবিল ;

(২) উদ্দেশ্য ঃ
(ক) কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন ও উহা পরিচালনায় চলতি পুঁজি এবং ইতোমধ্যে স্থাপিত শিল্পে চলতি পুঁজির যোগানদান।
(খ) উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
(গ) গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ ।

(৩) প্রকল্প এলাকা ঃ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশসহ রাজশাহী বিভাগের যে কোন স্থানে প্রকল্প বিবেচনা করা যাবে।

(৪) ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ
(ক) বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক ;
(খ) সরাসরি প্রস্তাবিত শিল্প/খামার পরিচালনার সংগে সম্পৃক্ত ;
(গ) ইকুইটি বহণ করার সামর্থ ;
(ঘ) ঋণ খেলাপী নন ;
(ঙ) প্রকল্প পরিচালনায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার থাকবে ।

(৫) অনুমোদিত খাত ঃ
রাকাব এর নিজস্ব তহবিল থেকে কৃষি ভিত্তিক শিল্পের বিভিন্ন উপ-খাতে অর্থায়ন অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়াও ক্রমবর্ধমান পোল্ট্রি ও ডেইরী শিল্পের জন্য ফার্ম ও হ্যাচারী স্থাপন, মান সম্মত খাদ্য উৎপাদন, বিকল্প ব্যবহার হিসাবে আলুর বিভিন্নমূখী ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, বিভিন্ন ধরণের কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বিবেচ্য ২০.০০ কোটি টাকার তহবিল বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত কৃষি ভিত্তিক শিল্পের সংশোধিত তালিকায় বর্ণিত ৩৩টি খাতকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

১. প্রক্রিয়াকরণকৃত ফলজাত খাদ্য (জ্যাম, জেলি, জুস, আচার, শরবত, সিরাপ, সস ইত্যাদি উৎপাদনকারী শিল্প ;
২. ফল (টমেটো, আম, পেয়ারা, ইক্ষু, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, নারিকেল ইত্যাদি) শাক-সবজি, ডাল প্রক্রিয়াকরণ;
৩. ব্রেড এন্ড বিস্কুট, সেমাই, লাচ্ছা, চানাচুর, নুডুলস ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ ;
৪. আটা, ময়দা, সুজি প্রস্তুতকরণ ;
৫. মাশরুম ও স্পিরুলিনা প্রক্রিয়াকরণ ;
৬. ষ্টার্চ, গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ এবং অন্যান্য ষ্টার্চ পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প ;
৭. দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ (দুধ পাস্তুরিতকরণ, গুঁড়ো দুধ, আইসক্রিম, কনডেন্স মিল্ক, মিষ্টি, পনির, ঘি, মাখন, চকোলেট, দধি ইত্যাদি) ;
৮. আলু থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য (চিপস, পটেটো ফ্লেক্স, স্টারস ইত্যাদি) উৎপাদনকারী শিল্প ;
৯. বিভিন্ন গুড়া মসলা উৎপাদনকারী শিল্প ;
১০. ভোজ্য তৈল পরিশোধন ও হাইড্রোজিনেশন ;

১১. লবন প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ;

১২. চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হিমায়িতকরণ ;

১৩. হারবাল ও ভেষজ কসমেটিক্স প্রস্তুতকারী শিল্প ;

১৪. ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতকারী শিল্প ;

১৫. হাঁস, মুরগী, গবাদী পশু ও মাছ এর জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুতকারী শিল্প ;

১৬. বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ;

১৭. পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ (যেমন দড়ি, সুতা, টোয়াইন, চট, থলে, কার্পেট, পাটের সেন্ডেল প্রভৃতি);

১৮. রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারী শিল্প ;

১৯. কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়ক যন্ত্রশিল্প স্থাপন, মেরামত প্রভৃতি ;

২০. চাল, মুড়ি, চিড়া, খৈ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ ;

২১. সুগন্ধি চাল ;

২২. চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ;

২৩. নারিকেল তৈল প্রস্তুতকারী শিল্প (যদি দেশীয় নারিকেল হতে সংগৃহীত ঈড়ঢ়ৎধ ব্যবহার করা হয়) :

২৪. রাবার টেপ, লাক্ষা প্রক্রিয়াজাতকরণ ;

২৫. কোল্ড স্টোরেজ (শুধুমাত্র বিশেষায়িত কোল্ড স্টোরেজকে যেখানে ফলমূল, শাক-সবজী সংরক্ষণ করা হয়) ;

২৬. কাঠ, বাঁশ ও বেতের আসবাব তৈরী/উৎপাদন (কৃটির শিল্প ছাড়া) ;

২৭. ফুল সংরক্ষণ ও রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান ;

২৮. মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান ;

২৯. জৈব সার, মিশ্র সার, গুটি ইউরিয়া ইত্যাদি তৈরী ;

৩০. বায়োপেষ্টিসাইড, নীম উৎপাদিত পেষ্টিসাইড ইত্যাদি তৈরী ;

৩১. মৌমাছির চাষ/মধু তৈরীর প্রকল্প ;

৩২. রাবারজাত দ্রব্যাদি তৈরীর প্রকল্প ;

৩৩. পাটিকেল বোর্ড।

(৬) জামানত ঃ (ক) প্রকল্প ভূমি, তদুপরিস্থিত ইমারত, শিল্পের কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য প্রাথমিক জামানত হিসাবে বন্ধক থাকবে।
(খ) ঋণ সীমা পরিব্যাপ্ত করে সহায়ক জামানত নিতে হবে।
(গ) এছাড়াও জামানত গ্রহনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের স্বাভাবিক রীতি পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

(৭) চলতি পুঁজির প্রয়োজনীয়তা ঃ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রকল্প মূল্যায়ন কালে চলতি পুজির প্রয়োজনীয়তা ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় জামানত গ্রহণ সাপেক্ষে চলতি পুজি মঞ্জুর করতে হবে।

(৮) দলিল সম্পাদন ঃ জামানতি সম্পত্তি নিরংকুশ করার জন্য ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সকল আনুষংগিক দলিলপত্র সম্পন্ন করতে হবে।

(৯) সুদের হার ঃ বিবেচ্য তহবিলের আওতায় প্রকল্প ঋণের সুদ বার্ষিক ৮% এবং চলতি পুজি ঋণের সুদ ত্রৈমাসিক ৯%

(১০) বীমা ঃ ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক বীমা সম্পাদন করতে হবে

(১১) ঋণ পরিশোধ সূচী ঃ (ক) প্রকল্প ঋণ ১ বছর গ্রেস পিরিয়ড সহ সর্বোচ্চ ৮ বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য হবে। প্রকল্পের বৈশিষ্ট অনুযায়ী কিস্তি নির্ধারন করতে হবে।
(খ) চলতি মূলধনের মেয়াদ ১ বছর। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদ পরিশোধযোগ্য হবে এবং সমূদয় সুদের টাকা পরিশোধের শর্তে ঋণ নবায়ন/বর্ধিত করতে হবে।

(১২) ঋণের সার্বিক তত্বাবধান ও পরিধারণ ঃ কর্মসূচীর জন্য আলাদা লেজার/রেজিষ্টার/হিসাব বহি সংরক্ষন করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন, তত্বাবধান ও পরিধারণের মূল দায়িত্ব শাখা ব্যবস্থাপক এবং সংশ্লিষ্ট জোনাল ব্যবস্থাপকের। কর্মসূচীতে ঋণ বিতরন ও আদায়ের অগ্রগতি মাসিক ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।

(১৩) ৩০ জুন ২০০৮ এর মধ্যে ২০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করতে হবে। এতদুদ্দোশ্যে জোন ভিত্তিক ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা বরাদ্দ দেয়া হলো। বরাদ্দ মোতাবেক জোনের বিভিন্ন শাখায় লক্ষ্য মাত্রা বন্টন করে দিতে হবে এবং ৩০-০৬-২০০৮ এর মধ্যে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(১৪) প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে আদায়কৃত ৮% সুদের মধ্যে ৩% সুদ সার্ভিজ চার্জ হিসাবে গৃহীত হবে এবং ৫% সুদ ঘূর্ণয়নমান তহবিল হিসাবে ব্যবহৃত হবে। তদরূপ চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে আদায়কৃত ৯% সুদের মধ্যে ৩% সুদ সার্ভিজ চার্জ হিসাবে গৃহীত হবে এবং ৬% সুদ ঘূর্ণয়নমান তহবিল হিসাবে ব্যবহৃত হবে। কেন্দ্রিয় হিসাব বিভাগ-১ থেকে পরবর্তীতে হিসাবায়নের ক্ষাত জানানো হবে।

(১৫) ব্যাংকের হিসাবের বহি, ক্ষতিয়ান সমূহ মানসম্মতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। যাবতীয় হিসাবের বহি সমূহ সময় সময় সরকার কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

(১৬) ঋণ হিসাবের উপযুক্ত স্থানে স্পষ্টভাবে লাল কালিতে "কৃষি ভিত্তিক শিল্প সহায়তা তহবিলভূক্ত" লিখতে হবে।

(১৭) এই ঋণের জন্য ফলিও নম্বর, আসল, চার্জকৃত সুদ, আদায়কৃত সুদ, অনাদায়ী স্থিতি ইত্যাদি তথ্য পূর্ণ ছকে ভিন্ন ভিন্ন পাতায় তথ্য রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে যাতে করে নিয়মিতভাবে মাসিক প্রতিবেদন প্রদান সহজ হয় এবং কর্তৃপক্ষ জানতে চাওয়া মাত্র দেখানো যায়। এছাড়া সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি উহা পরীক্ষা করতে পারেন।

(১৮) মোট প্রকল্প ব্যয় ৫০.০০ লক্ষ টাকার বেশি হতে পারবে না। ঋণ ইকুইটি হবে ৭০ ঃ ৩০।

(১৯) অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তহবিলের জন্য সরকার সুদ নিবে না। এই ঋণ হিসাবগুলির উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। কাজেই ঋণ হিসাব ব্যবস্থাপনা ও ঋণ আদায় কার্যক্রম এবং প্রকল্প/ব্যবসা যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে যত্নবান হতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

অনুমোদনক্রমে

আপনার বিশ্বস্ত

সংযুক্তি ঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(আমিনুল ইসলাম খন্দকার)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

সূত্র নং- প্রকা/ঋণ্ডঅ-১/২৫১/২০০৭-২০০৮/৭৪৭(৪৫০) তারিখ ঃ ----- ঐ----

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী ।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক (নিঃহিঃআঃ) মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের কার্যালয়, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিভাগীয় প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, কেন্দ্রিয় হিসাব বিভাগ-১, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী, তাঁকে বর্ণিত কর্মসূচীর হিসাবায়নের খাত মাঠ পর্যায়ে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রংপুর।
০৮। অধ্যক্ষ, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রাকাব, রাজশাহী।
০৯। উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা শাখা, ঢাকা।
১০। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১১। মহানথি।
১২। অফিস নথি।

(মোঃ শামছুল আলম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৃষি ভিত্তিক শিল্পে সহায়তা প্রদানের জন্য বরাদ্দকৃত ২০.০০ কোটি টাকা বিভিন্ন জোনের মধ্যে বন্টন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	জোনের নাম	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ
০১	রাজশাহী	১২০.০০
০২	নওগাঁ	২১০.০০
০৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১১০.০০
০৪	বগুড়া উত্তর	১০০.০০
০৫	বগুড়া দক্ষিণ	১০০.০০
০৬	জয়পুরহাট	১০০.০০
০৭	গাইবান্ধা	৯০.০০
০৮	পাবনা	১০০.০০
০৯	সিরাজগঞ্জ	১০০.০০
১০	নাটোর	৯০.০০
১১	রংপুর	১০০.০০
১২	কুড়িগ্রাম	৭০.০০
১৩	নীলফামারী	১৫০.০০
১৪	লালমনিরহাট	৯০.০০
১৫	দিনাজপুর উত্তর	২০০.০০
১৬	দিনাজপুর দক্ষিণ	১০০.০০
১৭	ঠাকুরগাঁও	৯০.০০
১৮	পঞ্চগড়	৮০.০০
	মোট =	২০০০.০০